الطهارة والصلاة

ترجمة

محمد شفت الرحمن

পবিত্রতা ও নামাযের বিধান

بنغالي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH

Tel:4240077 Fax:4251005 P.O.Box:92675 Riyadh:11663 K.S.A. E-mail: sultanah22@hotmail.com

الطهارة والصلاة

أعده وترجمه للغة البنغالية

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الثانية: ٩/١٤٢٢ هـ.

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي ، ١٤٢٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

أحكام الطهارة والصلاة - الزلفي.

٣٦ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : x - ٧٢ - ٨١٣ - ٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- الطهارة (فقه إسلامي)   ٢- الصلاة   أ. العنوان

ديوي ٢٥٢   ٢٠ /٣٧١٧

رقم الايداع ٢٠ /٣٧١٧

ردمك : x - ٧٢ - ٨١٣ - ٩٩٦٠

الصف والإخراج: **شعبة توعية الجاليات بالزلفي**

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পবিত্রতা ও অপবিত্রতার বিধান	৫
অপবিত্রতার প্রকারভেদ	৬
প্রস্রাব-পায়খানার আদব	৬
ওযু	৮
ওযুর পদ্ধতি	৮
চিত্র	৯
মোজায় মাসাহ করা	১০
ওযু নষ্টকারী বস্তুসমূহ	১০
গোসল	১১
তায়াম্মুম	১১
নামায	১২
নামাযের সময়	১৩
নামাযের তরীকা	১৪
চিত্র	২০
যার নামায ছুটে যায়	২১
নামায বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ	২১
নামাযে ভুলে গেলে	২২
নামাযের ওয়াজিবসমূহ	২২
নামাযের রুক্নসমূহ	২২
নামাযের পর পঠনীয় যিক্র	২৩
সুন্নাত নামায	২৫
কসর নামায	২৮
দুই নামাযকে একত্রে পড়া	২৯
রোগীর নামায	২৯
জুমআর নামায	৩০
জুমাআর দিনের বিশেষত্ব	৩১
বিতরের নামায	৩২
ফজরের সুন্নাত	৩৩
দু'ইদের নামায	৩৩
জানাযার নামায	৩৪

أحكام الطهارة والصلاة

পবিত্রতা ও নামাযের বিধান

বৃষ্টি ও সমুদ্রের পানি পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা যায়। অনুরূপ তাহারাত হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পানি পুনর্বার ব্যবহার করা যায়। যে পানির সাথে কোন পবিত্র জিনিস মিশে যায় এবং তা নিজ অবস্থায় থাকে, তা পানি বলেই পরিগণিত হয়। তবে যদি নাপাক কোন কিছু মিশে গিয়ে পানির রং, স্বাদ অথবা গন্ধকে পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে অপবিত্র বলে গণ্য হবে। তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কোন পরিবর্তন সূচিত না হলে, তা পবিত্র বিবেচিত হবে এবং ব্যবহার করা জায়েয হবে। পান করার পর কোন পাত্রে অবশিষ্ট পানি থাকলে, তা পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা যায়, তবে কুকুর বা শূকর তা হতে পান করলে নাপাক হয়ে যাবে।

অপবিত্রতার অর্থ হচ্ছে এমন মলিনতা, অশুচিতা ও অপবিত্রতা, যা থেকে একজন মুসলমানকে বেঁচে থাকতে হয় এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলতে হয়। কাপড়ে বা শরীরে অতরল কোন অপবিত্র জিনিস লাগলে তা দূর হওয়া পর্যন্ত ধুতে হবে। যেমন, রক্ত। তবে যদি ধুয়ে ফেলার পরও তার চিহ্ন থেকে যায়, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যদি এমন তরল পদার্থ হয়, যা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে দৃষ্টি গোচর হয় না, তা একবার ধুয়ে ফেললে যথেষ্ট হবে। জমিতে বা মাটিতে কোন তরল অপবিত্র জিনিস লাগলে, পানি ঢাললে বা শুকিয়ে গেলে তা পবিত্র হয়ে যায়। তবে যদি অতরল হয়, তাহলে তা দূর না করা পর্যন্ত পবিত্র হয় না।

অপবিত্রতার বিধান

১। মানুষের জামা-কাপড় বা শরীরে এমন কিছু অপবিত্র জিনিস লাগলো যা নাপাক কি না জানে না, এমতাবস্থায় তা ধুয়ে ফেলারও দরকার নেই এবং সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করারও প্রয়োজন নেই।

২। নামায শেষ করার পর যদি কেউ শরীরে বা কাপড়ে এমন নাপাক জিনিস দেখে যার সম্পর্কে তার জানা ছিল না, অথবা জানা ছিল কিন্তু ভুলে গিয়েছিল, তাহলে তার নামায শুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

৩। কাপড়ে অপবিত্র স্থান ঠিক জানা না থাকলে, পুরো কাপড়টাই ধুতে হবে।

অপবিত্রর প্রকারভেদ

(ক) পেশাব-পায়খানা।

(খ) অদী। পেশাবের পর নির্গত গাঢ় সাদা পদার্থকে অদী বলা হয়।

(গ) মাযী। যৌন উত্তেজনার চরম মুহূর্তে বীর্য পাতের পূর্বে যে শ্বেত তরল পদার্থ বের হয়, তাকে মাযী বলা হয়।এই প্রকারের অপবিত্র শরীরে বা কাপড়ে লাগলে, তা ধুয়ে ফেলা অত্যাবশ্যক। বীর্য পাক, তবে ধুয়ে ফেলা মুস্তাহাব যদি ভিজে থাকে। আর শুকিয়ে গেলে, তা রগড়ে নিলেই পবিত্র হয়ে যায়।

(ঘ) হারাম পশু-পাখির মল ও পেশাব অপবিত্র। পক্ষান্তরে হালাল পশু-পাখির মল ও পেশাব পবিত্র।

প্রস্রাব-পায়খানার আদব

১। প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে বাঁ পা আগে রেখে এই দো'য়া পাঠ করবে।

(بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুসি অল খাবা-ইস) অর্থ, আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট খবিস জিন ও জিন্নী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় াগে রেখে বলবে, غُفْرَانَكَ (গুফরা-নাকা) হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমা চাই।

২। এমন কোন জিনিস নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করবে না, যার মধ্যে আল্লাহর নাম লিখা আছে। তবে নষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার আশংকা বোধ করলে সাথে নিতে পারে।

৩। খোলা মাঠে পেশাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ ও পিছন করে বসবে না।

৪। লোক চক্ষু থেকে লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এ ব্যাপারে অবহেলা করবে না। পুরুষদের লজ্জাস্থান হলো, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত, তবে নারীদের সমগ্র শরীরটাই ঢাকতে হবে শুধু মুখমন্ডল নামাযে খুলে রাখবে।

৫। শরীরে ও কাপড়ে যেন পেশাবের ছিটে না লাগে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

৬। পেশাব-পায়খানার পর পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করবে। পানি না পেলে মাটি, পাথর অথবা কাগজের কোন টুকরো ইত্যাদি দিয়ে তা পরিষ্কার করবে। পরিষ্কার করার সময় বাঁম হাত ব্যবহার করবে।

ওযু

ওযু ব্যতীত নামায গৃহীত হয় না। যার প্রমাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাণী। তিনি বলেছেন,

((لاَيَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কেউ অপবিত্র হয়ে গেলে, ওযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার নামাযকে গ্রহণ করেন না"। (তিরমিযী-আবু দাউদ) ওযু পর্যায়ক্রমে ও বিনা বিরতিতে করতে হবে।অনুরূপ প্রয়োজনের অধিক পানি খরচ করবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ওযু করতে দেখে বললেন, "অপচয় করো না"। (ইবনে মাজা)

ওযুর পদ্ধতি

১। অন্তরে ওযুর নিয়ত করবে, মুখে নয়। কারণ অন্তরে উদীয়মান কোন কাজের পরিকল্পনাকেই নিয়ত বলা হয়। অতঃপর "বিসমিল্লাহ" বলবে।

২। হাতের তেলোদ্বয়কে কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোবে। (২ নম্বর চিত্র দেখুন)

৩। তিনবার কুল্লি করবে ও নাকে পানি নিয়ে নাক ঝাড়বে। (৩ ও ৪ নম্বর চিত্র দেখুন)

৪। অতঃপর মুখমন্ডলকে এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এবং মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে দাড়ির নিচে পর্যন্ত প্রস্থে তিনবার ধোবে। (৫নম্বর চিত্র দেখুন)

৫। অতঃপর হস্তদ্বয়কে আঙ্গুল থেকে কুনুই পর্যন্ত তিনবার ধোবে।প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত।(৬নম্বর চিত্র দেখুন)

৬। অতঃপর ভিজে হাত দিয়ে মাথার একবার মাসাহ করবে। মাথার অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ করে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আবার অগ্র-ভাগে ফিরিয়ে এনে ছেড়ে দেবে।(৭নম্বর চিত্র দেখুন)

৭। অতঃপর উভয় কানের একবার মাসাহ করবে।উভয় হাতের তর্জনী আঙ্গুলকে উভয় কানের ভিতরের অংশে প্রবেশ করিয়ে ভিতরের দিক এবং বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা কানের বাইরের দিক মাসাহ করবে।(৮নম্বর চিত্র দেখুন)

৮। অতঃপর উভয় পা-কে তিনবার আঙ্গুলের ডগা থেকে গাঁট পর্যন্ত ধোবে। প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা।(৯নম্বর চিত্র দেখুন)

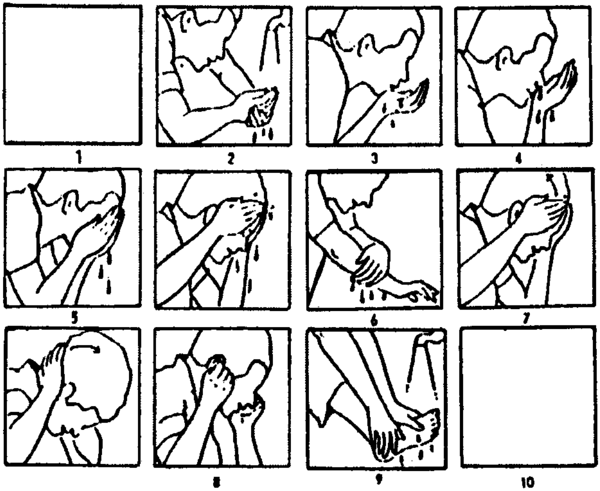

মোজায় মাসাহ্ করা

যেহেতু ইসলাম একটি সহজ সরল ধর্ম তাই মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে। আর মাসাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে প্রমাণিত একটি বিধান। যেমন আবু জা'ফর বিন আম্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লামকে তাঁর পাগড়ি ও মোজাদ্বয়ে মাসাহ করতে দেখেছি'। (বুখারী) অনুরূপ মগীরা বিন শো'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর ফিরে এলে আমি আমার ঘটির পানি ঢেলে দিলাম। তিনি ওযু করলেন এবং স্বীয় মোজাদ্বয়ে মাসাহ করলেন' (মুসলিম) তবে মোজার উপর মাসাহ করার কিছু শর্তাবলী আছে। আর তা হলো, পবিত্রাবস্থায় মোজাদ্বয়কে পরিধান করা। মোজার উপরে মাসাহ করা, নিচে নয়। মুকিম (মুসাফির নয়)-এর মাসাহ করার সময় সীমা হলো, একদিন একরাত। আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত। মাসাহর নির্দিষ্ট সময় সীমা শেষ হয়ে গেলে, অথবা মাসাহ করার পর মোজাদ্বয় খুললে, কিংবা অপবিত্র হয়ে গেলে গোসলের জন্য খুললে, মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

ওযু নষ্টকারী বস্তুসমূহ

পেশাব ও পায়খানার দ্বার দিয়ে যা কিছু নির্গত হয়, তদ্দ্বারা ওযু নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, পেশাব, পায়খানা, বাতকর্ম, বীর্য, মাযী ও অদী ইত্যাদি। তবে বীর্য পাতে গোসল করা ওয়াজিব। অনুরূপ নিদ্রা ও বিনা কোন আবরণে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, উটের গোস্ত খাওয়া এবং ওযুর ব্যাপারে স্মরণ না থাকা ইত্যাদির কারণেও ওযু নষ্ট হয়ে যায়।

গোসল

গোসল করা বলতে সমস্ত শরীরকে পানি দিয়ে ধোয়া বুঝায়। সুতরাং নাক ঝেড়ে ও কুল্লি করে সমস্ত শরীরকে ধোয়া অত্যাবশ্যক। আর পাঁচটি জিনিসের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন,

১। জাগ্রত অথবা নিদ্রাবস্থায় উত্তেজনা সহকারে নর-নারীর বীর্য পাত হওয়া। তবে যদি বিনা উত্তেজনায় বীর্যপাত ঘটে, তাতে গোসল ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ যে স্বপ্নদোষে বীর্যপাত ঘটবে না, তাতেও গোসল ওয়াজিব হবে না। গোসল তখনই ওয়াজিব হবে, যখন বীর্যপাত ঘটবে বা তার কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে।

২। লজ্জাস্থানের সাথে লজ্জাস্থানের মিলন ঘটা যদিও বীর্য পাত না হয়।

৩। মাসিক ও নেফাস (প্রসবজনিত রক্ত) বন্ধ হয়ে যাওয়া।

৪। মৃত্যু। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব।

৫। যখন কোন কাফের মুসলমান হবে।

অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন শরীফ স্পর্শ করা, কোথাও নিয়ে যাওয়া, অনুরূপ চুপি চুপি অথবা সশব্দে তা পাঠ করা হারাম। অপবিত্র ব্যক্তি ও ঋতুমতী নারীর জন্য মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নয়। তবে মসজিদ হয়ে কোথাও যাওয়াতে দোষ নেই।

তায়াম্মুম

সফরে ও বাড়ীতে অবস্থান করাকালীন ওযু অথবা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েয, যখন নিম্নে বর্ণিত কারণসমূহের কোন কারণ পাওয়া যাবে।

১। যখন পানি পাওয়া যায় না, অথবা পানি পাওয়া যায়, কিন্তু তা পবিত্রতা হাসেলের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে আগে পানির খোঁজ করবে, খোঁজ

করার পর পাওয়া না গেলে, তায়াম্মুম করবে। অথবা পানি সন্নিকটেই আছে কিন্তু সেখান থেকে পানি আনতে গেলে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা বোধ করে, এমতাবস্থায়ও সে তায়াম্মুম করবে।

২। যদি শরীরের কোন অংশ আহত হয়, তাহলে আহত স্থান ধোবে। তবে ধোওয়াতে ক্ষতি হলে, ভিজে হাত দ্বারা আহত স্থানে মাসাহ করবে মাসাহ করাও যদি ক্ষতিকর হয়, তাহলে তায়াম্মুম করবে।

৩। যদি পানি, অথবা আবহাওয়া অত্যধিক ঠান্ডা হয় আর পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করবে।

৪। সাথে পানি আছে কিন্তু পান করার জন্য তা প্রয়োজন, তাহলে তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুমের নিয়ম হলো, তায়াম্মুমের নিয়ত করে তেলোদ্বয়কে মাটিতে একবার মারবে। অতঃপর মুখমন্ডল ও তেলোদ্বয় মাসাহ করবে। যদ্দ্বারা অযু নষ্ট হয়, তদ্দ্বারা তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপ যে ব্যক্তি পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করেছিল, সে যদি নামাযের পূর্বে আথবা নামায পড়াকালীন পানি পেয়ে যায়, তার তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে। তবে নামায সমাপ্তির পর পানি পেলে তার নামায শুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

নামায

১। নামায ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের দ্বিতীয় ভিত্তি। প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞান-সম্পন্ন সকল মুসলিম নর-নারীর উপর নামায ওয়াজিব। আলেমদের ঐকমত্যানুযায়ী নামায ত্যাগকারী কাফের। আর সর্ব প্রথম নামায সম্পর্কেই বান্দাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২। দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথা, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব

ও এশা জামা'আত সহকারে আদায় করা প্রত্যেক পুরুষের উপর ওয়াজিব। মুসলমানদের কর্তব্য হলো, ধীরস্থিরতার সাথে মসজিদে আসা। অনুরূপ মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত নামায আদায় করা সুন্নাত।

৩। নামাযে লজ্জাস্থান ঢাকা অত্যাবশ্যক।পুরুষদের লজ্জাস্থান হলো, নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীদের সর্বাঙ্গই লজ্জাস্থান। শুধু নামাযে মুখমন্ডল খুলে রাখতে পারবে। আর ক্বিবলামুখী হয়ে নামায পড়া নামায গ্রহণ হওয়ার জন্য শর্ত।

৪। নামাযকে সঠিক সময়ে আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং সময়ের পূর্বে নামায পড়া ঠিক নয়। অনুরূপ বিলম্ব করে নামায পড়াও হারাম।

নামাযের সময়

১। যোহরের সময় হলো, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে যখন কোন জিনিসের ছায়া তার সমান হয়ে যায়।

২। আসরের সময় হলো, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার সমান হয়ে যায়, তখন থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৩। মাগরিবের সময় হলো, সূর্যাস্ত থেকে শাফাক অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। আর শাফাক হলো, সূর্যাস্তের পর (পশ্চিম গগনে দৃশ্যমান) লালাকার রক্তিম আভা।

৪। এশার সময় হলো, উক্ত লালাকার আভা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

৫। ফজরের সময় হলো, ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে সূর্যো দয় পর্যন্ত।

নামাযের তরীকা

উপস্থিত মন ও ধীরস্থিরতার সাথে নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। নামাযের তরীকা হলো,

১। এদিক ওদিক না চেয়ে সমগ্র শরীর সহ ক্বেবলামুখী হবে।

২। অতঃপর যে নামায পড়তে চলেছে অন্তরে তার নিয়ত করবে, মুখে নয়।

৩। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করবে। বলবে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত, অথবা কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে।(১নম্বর চিত্র দেখুন)

৪। অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে।(২নম্বর চিত্র দেখুন)

৫। অতঃপর দুআয়ে ইসতিফতাহ পড়বে। আর দুআয়ে ইসতিফতাহ হলো,

(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)

"সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআলা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহা গায়রুকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তোমার নাম কত বরকতময়, তোমার মহিমা কত উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই।

৬। অতঃপর (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্‌শায়তানির রাজীম" পাঠ করবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭। অতঃপর "বিসমিল্লাহ" বলে সুরা ফাতিহা পড়বে।

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ . اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ .

(আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন, আর রাহমানীর রাহীম, মালিকি ইয়াউ মিদ্দীন, ইয়্যাকানা' বুদু অ ইয়্যাকা নাস্তায়ীন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাক্বীম, সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযুবি আলাইহি অলাযোল্লীন) অর্থাৎ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি নিখিল জাহানের রব্ব। যিনি দয়াময় মেহেরবাবান। বিচার দিনের মালিক।আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর। তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয়।

৮। অতঃপর কুরআন থেকে যে কোন সুরা পড়বে।

৯। অতঃপর উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকু' করবে। আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে উভয় হাতের চেটো হাঁটুর উপর স্থাপন করবে ।(৩নম্বর চিত্র দেখুন) আর রুকু'তে নিম্নের দো'য়াটি তিনবার পাঠ করবে,

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ))

"সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" অর্থাৎ, আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

১০। অতঃপর নিম্নের দো'য়াটি পাঠ করতঃ রুকু'থেকে মাথা উঠাবে।

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

"সামি আল্লা-হু-লিমান হামিদাহ" অর্থাৎ, আল্লাহ প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন। রুকু' থেকে উঠার সময়ও উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। তবে মুক্তাদিগণ উক্ত দোয়াটির পরিবর্তে এই দোয়াটি পড়বে "রাব্বানা অলাকাল হামদ" হে আমাদের প্রভু! তোমারই সমস্ত প্রশংসা।

১১। রুকু' থেকে উঠার পর এই দোয়াটি পড়বে,

(رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ ماَ شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)

(রাব্বানা অলাকাল হামদু, মিলআস সামা ওয়াতি অ মিলআল আরযি অ মিলআ মা শি'তা মিন শায়্যিন বা'দু) অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয়। আর এগুলি ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়।

১২। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে প্রথম সেজদাটি করবে। শরীরের সাতটি অঙ্গ দ্বারা সেজদা করবে। আর তা হোল, নাক সহ কপাল, উভয় হাতের তেলো, হাঁটুদ্বয় এবং উভয় পায়ের অগ্রভাগ। সেজদার সময় বগল ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত রাখবে এবং সমস্ত আঙ্গুলগুলি ক্বেবলামুখী রাখবে (৪নম্বর চিত্র দেখুন) সেজদায় নিম্নের দোয়াটি তিনবার পাঠ করবে।

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى))

"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা

বর্ণনা করছি।

১৩। অতঃপর " আল্লাহু আকবার" বলে সেজদা থেকে মাথা উঠাবে। উভয় সেজদার মধ্যবর্তী সময়ে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং ডান পা উঠিয়ে রাখবে। আর ডান হাত ডান পায়ের উরুর উপর রাখবে। (৫নম্বর চিত্র দেখুন) আর বাম হাত বাম পায়ের উরুর উপর রাখবে। (৬নম্বর চিত্র দেখুন) উভয় সেজদার মাঝে এই দোআ পাঠ করবে,

(رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَعَافِنِيْ)

(রব্বিগ ফিরলী অরহামনী অহদিনী অরযুক্বনী, অজবুরনী অ আ'ফিনী) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে হেদায়েত দান কর, আমাকে রুজী দান কর, আমার প্রয়োজন মিটাও এবং আমাকে নিরাপত্তা দান কর।

১৪। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদা করবে। প্রথম সেজদায় যা কিছু করেছে। ও পড়েছে। দ্বিতীয় সেজদায় অনুরূপ করবে ও পড়বে।

১৫। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে (একটু সামান্য বসে) দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। প্রথম রাকআত যেভাবে পড়েছে। দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপ পড়বে। দোআয়ে ইসতিফতাহ অর্থাৎ,"সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআলা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহাগায়রুকা" ব্যতীত প্রথম রাকআতের যাবতীয় করণীয় ও পঠনীয় দ্বিতীয় রাকআতে করবে ও পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআত সমাপ্ত করে বসবে এবং তাশাহহুদ পড়বে।(৭নম্বর চিত্র দেখুন) আর তাশাহহুদ হলো,

((التَّحِيَّاتُ للّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ))

(আত তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্‌সালা-ওয়াতু অত্বত্বাইয়ি- বা-তু আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ, আসসালামু আলাইনা অ আলা ইবাদিল্লাহিস-সা-লিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসুলুহ। আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা অ আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরাহীমা অ আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ)

অর্থাৎ, যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সকল প্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার

বর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর। যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযিল করেছ।. নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। তারপর পড়বে,

((أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ))

(আউযু বিল্লাহি মিন আযাবি জাহান্নাম, অমিন আযাবিল ক্বাবরি, অমিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অলমামাত, অমিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল) অর্থাৎ,আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং জীবন ও মরণের ফিতনা ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় কামনা করছি। অতঃপর স্বীয় পছন্দানুযায়ী দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবে। যদি তিন রাকআত কিংবা চার রাকআত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন মাগরিব, যোহর, আসর ও এশা, তাহলে শুধু অর্ধেক তাশাহহুদ পড়বে। অর্থাৎ, "আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ" পর্যন্ত পড়বে। অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়াবে। আর এখানেও উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে।(২নম্বর চিত্র দেখুন) তারপর অবশিষ্ট নামায প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতের ন্যায় পূরণ করবে। তবে (শেষের দু'রাকআতে বা এক রাকআতে) শুধু সুরা ফাতিহা পড়বে।

১৬। অতঃপর "আস্সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহ" বলে প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরবে।(৮-৯নম্বর চিত্র দেখুন)

১৭। শেষ তাশাহহুদে তাওয়াররূক করে বসবে। অর্থাৎ, ডান পা-কে খাড়া রেখে এবং জঙ্ঘা (হাঁটু হতে গাঁট পর্যন্ত পায়ের অংশ)-এর নিচে দিয়ে বাম পায়ের পাতার অর্ধেক খানি বের করে রেখে পাছাকে যমীনে ভর করে বসবে।(১০নম্বর চিত্র দেখুন) উভয় হস্ত জাঙ্গের উপর ঐ ভাবেই রাখবে যেভাবে প্রথম তাশা'হুদে রেখেছিল। আর এই বৈঠকে পূর্ণ তাশাহহুদ পড়বে। অতঃপর সালাম ফিরবে।

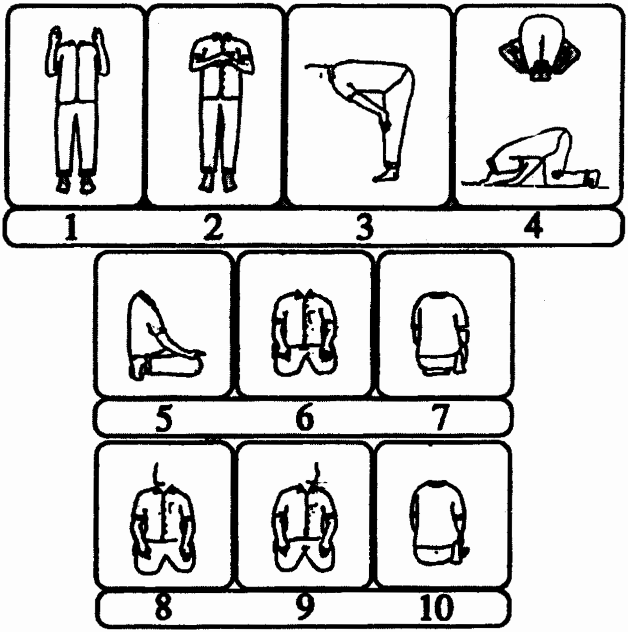

যার নামায ছুটে যায়

যে ব্যক্তির কোন রাকআত অনাদায় রয়ে যাবে, সে ইমামের সালাম ফিরার পর তা আদায় করে নেবে। আর সেটাই তার প্রথম রাকআত হবে, যেটা ইমামের সাথে সে পেয়েছে। যদি ইমামের সাথে রুকু' পায়, তাহলে তার রাকআত পূর্ণ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যে ইমামের সাথে রুকু' পাবে না, তাকে সেই রাকআত পূরণ করতে হবে। (তবে এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলেমের মতে যে ব্যক্তি রুকু পাবে, তার রাকআত হয়ে যাবে। আবার কোন কোন আলেমের মতে সেটা রাকআত বলে গণ্য হবে না, বরং তাকে সেই রাকআত পূরণ করতে হবে।) যে ব্যক্তি নামায আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর আসবে, সে মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি জামা'আতে শামিল হয়ে যাবে। তাতে মুক্তাদীরা দাঁড়ানো অবস্থায় থাকুক, অথবা রুকু, সেজদা, ও যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন তাদের দাঁড়ানোর অপেক্ষা না করে শামিল হয়ে যাবে। তবে তাকবীরে তাহরিমা দাঁড়িয়ে আদায় করবে। অসুস্থ ব্যক্তি বসে আদায় করতে পারবে।

নামায বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ

১। ইচ্ছাকৃত বাক্যালাপ; যদিও তা স্বল্প হয়।

২। সমগ্র শরীর সহ কেবলা বিমুখ হয়ে যাওয়া।

৩। পায়খানার দ্বার দিয়ে হাওয়া নির্গত সহ ঐ সমস্ত জিনিস বের হওয়া যার কারণে ওযু ও গোসল ওয়াজিব হয়।

৪। বিনা কারণে অত্যধিক নড়া-চড়া করা।

৫। হাসি যদিও তা সামান্য হয়।

৬। ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রুকু, সেজদা, কিয়াম ও বৈঠক বৃদ্ধি করা।

৭। ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের আগে কোন কাজ করা।

নামাযে ভুলে গেলে

যদি কোন ব্যক্তি নামাযে কোন কিছু ভুলে যায়, যেমন, প্রথম তাশা'হুদে বসতে ভুলে যায়, বা নামাযে কোন কিছু অপূরণ রয়ে যায় ইত্যাদি, তাহলে সালাম ফিরার পূর্বে দু'বার সাজদা করবে। তবে যদি নামাযের মধ্যে কোন কিছু বেশী হয়ে যায়, তাহলে সালাম ফিরার পরে দু'বার সাজদা করবে, তার পর আবার সালাম ফিরবে। আর নামযের কোন রুকুন ভুলে গেলে, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য সেই রুক্ন আদায় করা অত্যাবশ্যক। অনুরূপ সাহু সেজদাও অপরিহার্য।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সমস্ত তাকবীর পাঠ করা।
২। রুকু'তে "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" বলা।
৩। ইমাম ও একা নামায আদায়কারীর "সামিআল্লা-হুলিমান হামিদাহ" বলা।
৪। রুকু' থেকে উঠে "রাব্বানা অলাকাল হামদ" বলা।
৫। সেজদায় "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" বলা।
৬। উভয় সেজদার মধ্যে "রাব্বিগ ফিরলী" দো'য়াটি পাঠ করা।
৭। প্রথম তাশাহহুদ।
৮। প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা।

নামাযের রুক্ন সমূহ

১। সামর্থ্য থাকলে দাঁড়ানো।
২। তাকবীরে তাহরীমা পাঠ করা।

৩। প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা পড়া।
৪। রুকু' করা।
৫। সমানভাবে দাঁড়ানো।
৬। দেহের সাত অঙ্গের দ্বারা সেজদা করা।
৭। সেজদা থেকে উঠা।
৮। উভয় সেজদার মধ্যে বসা।
৯। ধীরস্থিরতা বজায় রাখা।
১০। শেষ তাশাহহুদ।
১১। তাশাহহুদের জন্য বসা।
১২। নবীর উপর দরূদ পাঠ করা।
১৩। সালাম ফিরা।
১৪। রুক্নসমূহের মধ্যে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা।

নামাযের পর পঠনীয় যিক্র

তিনবার "আসতাগ ফিরুল্লাহ" বলবে। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

((اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامُ))

(আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালাম, অমিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়াযাল জালালি অল ইকরাম) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি প্রশান্তিদাতা। তোমার নিকট থেকেই শান্তি। হে মহিমান্বিত প্রতাপান্বিত আল্লাহ! তুমি বরকতময়।

((اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

(আল্লা-হুম্মা লা-মানিআ' লিমা আ'তায়তা, অলা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, লা-য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু) অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর যা রোধ কর, তা কেউ দিতে পারে না। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন উপকার করতে পারে না।

(لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)

(লা-হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ) অর্থাৎ, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কেউ ভাল কাজ করতে ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচতে পারে না।

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ)

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ, লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফাযলু, অলাহুস-সানা উল হাসান) আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। সকল সম্পদ ও সকল অনুগ্রহ তাঁরই এবং তাঁরই সুন্দর গুণগান।

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ)

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন, অলাউ কারিহাল কা-ফিরুন) অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আমরা তাঁর ইবাদতের জন্যই নিবেদিত যদিও তা কাফেরদের নিকট অপছন্দনীয়। নিম্নের দোয়াটি ফজরে ও মাগরিবে দশবার করে পড়া মুস্তাহাব।

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ)

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমিতু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর) অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। অতঃপর ৩৩ বার "সুবহান আল্লাহ" ৩৩ বার "আলহামদু লিল্লাহ" ও ৩৩ বার "আল্লাহু আকবার" পড়বে। অতঃপর নিম্নের দোআটি একবার পড়ে ১০০ পূরণ করবে।

(لاَإِلَهَ إِلاَّ للهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ)

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকা লাহু লা-হুল মুলকু অলা হুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর) অনুরূপ প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ, কুল আয়ুয বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরাব্বি ন্নাস পড়বে। আর সুরা তিনটি ফজরে ও মাগরিবে তিনবার করে পড়া মুস্তাহাব।

সুন্নাত নামায

বার রাকআত সুন্নাতের যত্ন নেওয়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য মুস্তাহাব। আর তা হলো, যোহরের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত। মাগরিবের পরে দু'রাকআত, এশার পর দু'রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকআত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উক্ত সুন্নাতগুলি কখনোই ত্যাগ করেননি। তিনি বলেন,

(من صلى إثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দিন ও রাতে ১২ রাকআত সুন্নাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে"।(মুসলিম) অনুরূপ বিতরের নামায আদায় করাও সুন্নাত।বিতর নামাযের সময় হলো, এশার পর থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। আর এটি এমন একটি সুন্নাত, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সফরে ও ঘরে উপস্থিত থাকাকালীন কোন অবস্থাতে কখনোই ত্যাগ করেননি। ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতও তিনি কখনো ছাড়েননি।

১। ফরয নামাযের জন্য ইক্বামত হয়ে গেলে, সেই নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়তে আরম্ভ করা জায়েয নয়।কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ)) مسلم

অর্থাৎ, "নামাযের ইক্বামত হয়ে গেলে, সেই ফরয নামায ব্যতীত আর কোন নামায নাই" (মুসলিম)

২। সশব্দে পড়তে হয় এমন নামাযে মুক্তাদীদের চুপ থাকা অপরিহার্য। তবে সূরা ফাতেহা অবশ্যই পড়বে। কারণ, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না।

৩। কাতারের পিছনে একা নামায পড়া মুক্তাদীর জন্য কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। কাতারে জায়গা না থাকলে কোন এক ব্যক্তির খোঁজ করবে যে তার সাথে নামায পড়বে। কিংবা কারো আসার অপেক্ষা করবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لاَصَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ)) ابن ماجة وأحمد

অর্থাৎ, "কাতারের পিছনে একা নামায আদায়কারীর নামায হয় না" (ইবনে মাজা, আহমদ) যদি কাউকে না পায়, তবে সম্ভব হলে ইমামের ডান পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, অথবা ইমামের সালাম ফিরার অপেক্ষা করবে। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরলে, সে একা নামায আদায় করে নেবে। (কোন কোন আলেমের মতে যদি কাউকে না পেয়ে নিরুপায় হয়ে কাতারের পিছনে একা নামায পড়ে নেয়, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে)

৪। প্রথম কাতারে দাঁড়াতে আগ্রহী হওয়া মুস্তাহাব। কারণ, পুরুষদের জন্য প্রথম কাতারই উত্তম। অনুরূপ ইমামের ডান দিকে থাকতে আগ্রহী হওয়াও ভাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

((خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهاَ، وَشَرُّهاَ آخِرُهاَ. وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّساَءِ آخِرُهاَ، وَشَرُّهاَ أَوَّلُهاَ)) مسلم

অর্থাৎ, "পুরুষদের জন্য উত্তম কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হচ্ছে শেষের কাতার। আর মহিলাদের জন্য উত্তম কাতার হচ্ছে শেষের কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার"। (মুসলিম তিনি আরো বলেন,

((إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ مَيَامِنَ الصُّفُوْفِ))

অর্থাৎ, "যারা কাতারের ডান পাশে থাকে, ফেরেশতারা তাদের প্রতি রহমত বর্ষণের দোআ করেন"। (আবু দাউদ)

৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "কাতার সোজা করে নাও! কারণ, কাতার সোজা করা নামায পরিপূর্ণ হওয়ার অন্তর্ভুক্ত"। (বুখারী-মুসলিম) সুতরাং কাতার সোজা করা এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো অত্যাবশ্যক।

কসর করা

কসর শুধু মুসাফিরদের জন্য। কসরের অর্থ, চার রাকআত নামায গুলি দু'রাকআত করে পড়া। প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতেহা সহ সাধ্যানুসারে কুরআন থেকে যে কোন আর একটি সুরা পড়বে। মাগরিব এবং ফজরের নামাযে কোন কসর নেই। মুসাফিরদের জন্য নামায কসর করে পড়াই উত্তম। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোন সফর করেননি, যে সফরে তিনি কসর করেননি। আর সফর তখনই সফর বলে পরিগণিত হবে, যখন তার দূরত্ব ৮০ কিমিঃ ও তার ঊর্ধ্বে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন অবাধ্যতামূলক সফর ব্যতীত অন্য সফর করবে, তার জন্য কসর করা সুন্নাত। কসর সেই শহর থেকেই আরম্ভ হবে যেখানে সে অবস্থান করছে। আর স্বীয় শহরে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে কসর অব্যাহত রাখবে যদিও (কসরের) কাল সুদীর্ঘ হয়ে যায়।তবে সে যদি সেই শহরে চার দিন ও তার বেশী অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে সে পূরো নামাযই পড়বে। কসর করবে না। সফরে মুসাফির সুন্নাত নামায পড়বে না। তবে বিতর এবং ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ছাড়বে না। কারণ তা ত্যাগ করা ঠিক নয়।

দুই নামাযকে একত্রে পড়া

অর্থাৎ, মুসাফিরের যোহরের নামায পড়ার পরে পরেই যোহরের সময়ে আসরের নামাযও পড়ে নেওয়া। একে বলা হয় জামা তাক্বদীম তথা অগ্রিম পড়া। কিংবা আসরের সময় আসর যোহর এক সাথে পড়া। একে বলা হয় জামা তাখীর তথা বিলম্ব করে পড়া। মাগরিব ও এশার নামাযকে মাগরিবের সময়ে, অথবা এশার সময়ে বিলম্ব করে একত্রে পড়াও মুসাফিরের জন্য জায়েয। কারণ, এইভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি অসাল্লাম তাবুক সফরে পড়ে ছিলেন। (বুখারী-মুসলিম) একত্রে পড়ার সাথে সাথে চার রাকআত নামাযগুলি কসর করতঃ দু'রাকআত করে পড়াও তার জন্য জায়েয।

অত্যধিক বৃষ্টি, বা প্রচন্ড ঠান্ডা, কিংবা তীব্র ঝড়ো হাওয়ার দিনে গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী মুসাল্লীদের পক্ষে যদি মসজিদে আসা কষ্টকর হয়, তাহলে তারা কসর না করেও দুই নামাযকে মসজিদে একত্র করে পড়তে পারবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক বৃষ্টির রাত্রিতে মাগরিব এবং এশার নামায একত্রে পড়েছেন। (বুখারী) অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে যদি প্রত্যেক সময় নামায আদায় করা কষ্টকর হয়, তবে একত্র করে পড়তে পারে।

রোগীর নামায

যদি রোগী দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হয়, এমনকি কোন কিছুর উপর ভর করেও যদি দাঁড়াতে না পারে, তাহলে বসে নামায পড়বে। যদি বসে নামায পড়তে সক্ষম না হয়, তবে পার্শ্বদেশে শয়ন করে পড়বে। যদি পার্শ্বদেশে শয়ন করেও পড়তে না পারে, তাহলে চিৎ হয়ে পা দুটিকে ক্বেবলার দিকে রেখে নামায পড়বে। রুকুর চেয়ে সেজদার সময়

একটু বেশী নিচু হবে। তবে যদি রুকূ-সাজদা করতে অক্ষম হয়, তাহলে মাথা দ্বারা ইশারা করবে। কোন অবস্থাতে নামায ত্যাগ করা বৈধ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((صَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً)) البخاري

অর্থাৎ, "দাঁড়িয়ে নামায পড়, যদি দাঁড়াতে না পার, তাহলে বসে। যদি বসতে না পার, তাহলে পার্শ্বদেশে শয়ন করে। যদি তাও না পরা, তবে চিৎ হয়ে"। (বুখারী)

জুমআর নামায

জুমআর নামায ওয়াজিব। এ এক মহান ও সাপ্তাহিক দিনসমূহের মধ্যে উত্তম দিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ الجمعة

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার লোকেরা! জুমআর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেওয়া হবে, তখন আল্লাহর স্মরণের জন্য সত্বর যাও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ কর। ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম, যদি তোমরা জান"। (৬২ঃ৯)

জুমআর দিনের বিশেষত্ব

জুমআর দিনে গোসল করা, পরিষ্কার-পরিছন্ন কাপড় পরিধান করা এবং দুর্গন্ধময় জিনিস থেকে দূরে থাকাই হলো শরীয়তী বিধান। এই দিনে আগে-ভাগে মসজিদে যাওয়া, নফল নামায পড়তে ব্যস্ত হওয়া এবং ইমামের উপস্থিতি পর্যন্ত কুরআনের তেলাওয়াত ও যিক্র ইত্যাদি করতে থাকাও জুমআর দিনের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। জুমআর দিনে খুৎবা চলাকালীন কোন কিছুতে ব্যস্ত না হয়ে চুপ থাকা অত্যাবশ্যক। খুৎবা চলাকালীন যদি কেউ চুপ না থাকে, তাহলে সে একটি অনর্থক কাজ করেছে বলে বিবেচিত হবে। আর অনর্থক কাজ সম্পাদনকারীর জুমআ হয় না। খুৎবা চলাকালীন কথা বলাও হারাম। জুমআর দিনে সুরা কাহাফের তেলাওয়াত করাও তার বৈশিষ্ট্যের শামিল। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، سَطَعَ لَهُ نُوْرٌ مِّنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ)) الحاكم والبيهقي

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি জুমআর দিনে সুরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য এক জ্যোতি তার পায়ের নিচে থেকে আকাশ পর্যন্ত আলোকিত করে রাখবে"।(আল-হাকেম ও বায়হাকী)

যে ব্যক্তি জুমআর দিনে ইমামের খুৎবা চলাকালীন মসজিদে প্রবেশ করবে,সে সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ তথা মসজিদ প্রবেশের নামায না পড়ে বসবে না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)) مسلم

অর্থাৎ, "যদি কেউ ইমামের মিম্বারে চড়ার পর মসজিদে আসে, তাহলে সে যেন সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়"। (মুসলিম) আর প্রবেশ করার সময় কাউকে সালাম না করে খুৎবা শুনার জন্য ধরিস্থির- তার সাথে চুপচাপ বসে যাবে, যদিও খুৎবা তার বোধগম্য ভাষায় না হয়। আর তার পার্শ্বস্থ কারো সাথে মুসাফাও করবে না। যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমআর নামাযের এক রাকআত পাবে, তার জুমআ পূর্ণ গণ্য হবে। কারণ, হাদীসে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ)) البيهقى

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি জুমআর এক রাকআত পাবে, সে জুমআ পেয়েছে বলেই বিবেচিত হবে"। (বায়হাকী) কিন্তু কেউ যদি এক রাকআতের কম পায়, অর্থাৎ ইমামের সাথে দ্বিতীয় রুকু যদি ধরতে না পারে, তাহলে তার জুমআ ছুটে যাওয়াই বিবেচিত হবে। সুতরাং সে যোহরের নিয়ত করে নামাযে শামিল হবে। অতঃপর ইমামের সালামের পর যো-হরের চার রাকআত নামায পূরণ করবে।

বিতরের নামায

বিতরের নামায এমন এক জরুরী সুন্নাত, যা কোন মুসলমানের জন্য কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করা ঠিক নয়। রাতের সমস্ত নফলের শেষে এক রাকআত বিতর পড়বে। বিতরের সময় হলো, এশার নামাযের পর থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।বিতর নামাযের আগে দু'রাকআত, অথবা চার ও তার অধিক দশ রাকআত পর্যন্ত পড়ে তার পর বিতর পড়াই হলো সুন্নাতী তরীকা।

ফজরের সুন্নাত

ফজরের সুন্নাতও এমন গুরত্বপূর্ণ সুন্নাত যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সফরে ও বাড়িতে থাকাকালীন কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করেননি। এর সংখ্যা হলো, দু'রাকআত যা খুব সংক্ষিপ্তাকারে পড়তে হয়। এর সময় হলো, ফজর উদয়ের পর থেকে নিয়ে ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত। তবে যদি কেউ ফজরের নামাযের আগে পড়তে না পারে, তাহলে সে নামাযের পর অথবা যখনই স্মরণ হবে, তখনই পড়ে নেবে। কিন্তু যোহরের সময় হয়ে গেলে এর সময় শেষ হয়ে যাবে।

দু'ঈদের নামায

ঈদের নামাযের সময় হলো, সূর্যোদয়ের পর থেকে নিয়ে পশ্চিম গগনে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। ঈদুল আযহার নামায তাড়াতাড়ি পড়া এবং ঈদুল ফিতরের নামায বিলম্ব করে পড়াই সুন্নাত সম্মত। ঈদুল ফিতরের দিন নামাযের জন্য বের হওয়ার পূর্বে কয়েকটি খেজুর খাওয়া এবং ঈদুল আযহার দিন নামায না পড়া পর্যন্ত কিছু না খাওয়াই সুন্নত। কারণ, বুরায়দা (রাঃ) থেকে বার্ণিত যে,

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَى يُفْطِرَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَى يُصَلِّي)) أحمد

অর্থাৎ, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে বের হতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন নামায না পড়ে কিছু খেতেন না" (আহমদ) ঈদের দিনে সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হওয়াও সুন্নাত সম্মত। ঈদের নামায দুই রাকআত যা ইমাম খুৎবার আগে সশব্দে পড়বে। ঈদের নামাযে কোন আযান ও ইক্বামত

নেই। তাকবীরে তাহরীমার পর দুয়ায়ে ইস্তিফতাহ পড়বে। অতঃপর ছয়বার তকবীর পাঠ করবে এবং প্রত্যেক তকবীরে হাত উঠাবে। অতঃ পর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতঃ সুরা ফাতেহাসহ অন্য কোন সূরা পড়বে। দ্বিতীয় রাকআতে সেজদা থেকে উঠার তকবীর ছাড়া পাঁচবার তকবীর পাঠ করবে। ঈদের নামাযের আগে ও পরে কোন নফল নামায নেই। কারো যদি ঈদের কোন রাকআত ছুটে যায়, তাহলে সে ইমামের সালামের পর তা পূরণ করে নেবে।আর কেউ যদি ইমামের খুৎবা চলাকালীন আসে, তাহলে সে বসে গিয়ে প্রথমে খুৎবা শুনবে। খুৎবার শেষে সে ঈদের নামায পড়ে নেবে। তার একা কিংবা জামাআতসহ ঈদের নামায আদায় করাতে কোন দোষ নেই।

জানাযার নামায

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهَا؛ فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَى تُدْفَنَ؛ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ، قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ)) متفق عليه

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায পড়া পর্যন্ত থাকবে, সে এক ক্বেরাত নেকী পাবে। আর যে তাতে শরীক হয়ে কবরস্থ করা পর্যন্ত থাকবে, সে দু'ক্বেরাত নেকী পাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, দ'ুক্বেরাত কাকে বলে? বললেন, দুই বিশাল পাহাড়ের মত" (বুখারী-মুসলিম)

নিয়ত করা, ক্বেবলামুখী হওয়া, লজ্জাস্থান ঢাকা এবং পবিত্রতা অর্জন করা জানাযার নামাযের জন্য শর্ত।

নামাযের পদ্ধতি

যদি জানাযা কোন পুরুষের হয়, তাহলে ইমাম তার ছাতির সোজা দাঁড়াবে। আর যদি কোন মহিলার হয়, তাহলে ইমাম তার মধ্যস্থলে দাঁড়াবে। মুসাল্লীরা ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে "আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়তানির রাজীম" ও "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়ে সুরা ফাতেহা পড়বে। অতঃপর আবার তকবীর তথা "আল্লাহু আকবার" বলে যেভাবে তাশাহহুদে নবীর উপর দরূদ পাঠ করা হয়, ঠিক ঐ ভাবেই দরূদ পাঠ করবে। তারপর আবার তকবীর দেবে এবং মৃতের জন্য দোআ করবে। অতঃপর আবার তকবীর দিয়ে অল্প একটু বিলম্ব করে ডান দিকে একবার সালাম ফিরবে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলার যদি সময়ের আগেই গর্ভপাত হয়ে যায় আর তা যদি চার মাস ও তার অধিক অতিবাহিত হওয়ার পর হয়, তাহলে তার জানাযার নামায পড়তে হবে। কিন্তু যদি চার মাসের কম হয়, তাহলে তাকে বিনা জানাযাতেই দাফন করা যাবে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أخي الكريم وأختي الكريمة

ندعوكم للمشاركة في إنجاح أعمال المكتب وتحقيق طموحاته من خلال إسهامكم بالأفكار والمقترحات والدعم المادي والمعنوي.

فلا تحرم نفسك الأجر بالمشاركة في دعم أعمال المكتب

الدال على الخير كفاعله

م	إسم الحساب	رقم الحساب	غرض الحساب
١	التبرعات العامة	١٩٥٦٠٨٠١٠١٠٢٠٠٧	خاص بتسيير أعمال المكتب كمثل رواتب الدعاة والعاملين وخدمات أخرى
٢	تبرعات المكتب	١٩٥٦٠٨٠١٠١٠٦٥٥٢	خاص بطباعة الكتب والمطويات وغيرها
٣	تبرعات الزكاة	١٩٥٦٠٨٠١٠١٠٨١٣٧	خاص بأصناف الزكاة
٤	مقر المكتب	١٩٥٦٠٨٠١٠١٣٣٥٥٦	خاص بتشييد مباني المكتب

الحساب الموحد لجميع حسابات المكتب (١٩٥٦٠٨٠١٠٢١٠٠٠٨) لدى مصرف الراجحي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة
تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
E.mail : Soltanah22@hotmail.com

ردمك: ٩٩٦٠-٨١٣-٧٢-X